পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফাআতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩২শ বর্ষ : ২০শ সংখ্যা

১ল বৈশাখ, ১৩৮৬ বাংলা : ১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৯ ইং : ১৭ই জমাদিউল আউয়াল, ১৩৯৯ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক ১৫ই এপ্রিল ৫২শ বর্ষ
আহ্‌মদী ১৯৭৯ ইং ২৫শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
০ তফসীরুল-কুরআন : (সূরা তাগাবুন)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী	১
০ হাদিস শরীফ : 'পানাহারনীতি ও অতিথি সেবা'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৫
০ অমৃত বাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৭
০ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর এলহাম ও ভবিষ্যদ্বাণী :	অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৮
০ জুমার খোৎবা :	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৯
০ নবীন দল : (কবিতা)	সরফরাজ আব্দুস সত্তার	১৬
০ কায়রো-বিতর্ক :	মূল : হযরত মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী অনুবাদ : অধ্যাপক শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান	১৭
০ জরুরী সার্কুলার :	মোহতারম আমীর সাহেব, বাঃ আঃ আঃ	১৮
০ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা :	মূল : হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন আহমদ, মাহ্‌মুদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)	১৯
০ সংবাদ : ৬০তম আন্তর্জাতিক মজলিসে শুরা অনুষ্ঠিত শেখের গাঁ সালানা জলসা তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা রংপুর ও শ্যামপুরে সালানা জলসা ভুট্টোর ফাঁসি	সংকলন : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২১

—০—

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩২ বর্ষ : ২৩শ সংখ্যা

১লা বৈশাখ, ১৩৮৬ বাংলা : ১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৯ ইং : ১৭ই জমাদিউল আউয়াল ১৩৯৯ হিজরী

'তফসীরে কোরআন'—

সুরা তাকাসুর

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত)—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

তরজমা :

১) আল্লাহর নাম লইয়া আরম্ভ করিতেছি, যিনি অসীম ও অযাচিত অনুগ্রহদানকারী এবং বার বার দয়া প্রদর্শনকারী।

২) প্রাচুর্যের লিপ্সা ও গর্ব তোমাদিগকে গাফিলতি ও অবজ্ঞায় ফেলিয়া দিয়াছে।

৩) (এবং তোমরা এমনতরে গাফিল হইয়াছ যে,) পরিণামে তোমরা গোরস্তানে যাইয়া পৌঁছিবে।

৪) (স্মরণ রাখ যে, তোমাদের অবস্থা) সেইরূপ নয়, (যেরূপ তোমরা মনে করিতেছ) বরং তোমরা (কুরআন বর্ণিত সত্যকে) অচিরেই জানিতে পারিবে।

৫) পুনঃ (বলিতেছি যে,) তোমাদের অবস্থা সেইরূপ নয়, (যেরূপ মনে করিতেছ) বরং তোমারা অতিসত্বর প্রকৃত সত্য) জানিতে পারিবে।

৬) কখনও (ইহা সত্য) নহে। হায়! তোমরা যদি জ্ঞান মূলক বিশ্বাসে তাহা জানিতে পারিতে।

৭) (তাহা হইলে জানিতে যে,) তোমরা নিশ্চয় জাহান্নামকে (ইহ জগতেই) প্রত্যক্ষ করিবে।

৮) (বরং) পরবর্তীতে তোমরা উহা প্রত্যক্ষ বিশ্বাসে দর্শন করিবে।

৯) অতঃপর (ইহাও স্মরণ রাখ যে,) তোমরা সেই দিন (প্রতিটি মহান) নেয়ামত বা অনুগ্রহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে (তোমরা উহার কৃতজ্ঞতা পালন করিয়াছ কি না)।

তফসীর (সংক্ষেপিত) :

এই সূরা মক্কায় নাযেল হইয়াছে। পূর্ববর্তী সূরা গুলিতে অস্বীকারকারী দল সমূহের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছিল এবং বলা হইয়াছিল যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) তাঁহার জীবদ্দশায় এবং ইন্তেকালের পর অনাগত ভবিষ্যতে ও তাহাদের ইসলাহ ও সংস্কার সাধন করিবেন। আলোচ্য

সুরায় সেই কারণ সমূহ বর্ণনা করা হইয়াছে যেগুলি কুফর বা সমাগত সত্যের অস্বীকারের পিছনে সক্রিয় হইয়া থাকে, ফলে মানুষ খোদাতায়ালা হইতে দূরে চলিয়া যায় এবং নবীগণের মাধ্যমে সত্যকে গ্রহণ করিবার পরও মানুষ প্রকৃত দ্বীন হইতে বহু দূরে বিচ্যুত হইয়া পড়ে।

হযরত নবী করীম (সাঃ) এই সুরাকে এক হাজার আয়াতের সমতুল্য বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। ইহার অর্থ এ নয় যে, এই সুরাটি কুরআন করীমের ষষ্ঠ অংশের সমান। (উল্লেখ যোগ্য যে, পবিত্র কুরআনে সর্বমোট প্রায় ছয় হাজার আয়াত রহিয়াছে)। বরং উহার প্রকৃত অর্থ এই যে, এই সুরার বিষয়-বস্তু উপলব্ধি ও ইহার শিক্ষার উপর আমল করিলে মানুষ পার্থিব সম্পদ ও প্রাচুর্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূল লিপ্সা ও গর্ব জনিত ধ্বংসাত্মক কুফল হইতে বাঁচিয়া যায়। এতদ্বারা কুরআন করীমের উদ্দেশ্য অনেকটা পূর্ণ হইয়া যায়, যাহা মানুষের মধ্যে দুনিয়ার লালসা ও সংসারাশক্তির আগুনকে নির্বাপিত করিয়া খোদাতায়ালার মহব্বত সৃষ্টি করায় নিহিত রহিয়াছে।

এই সুরার ২ ও ৩নং আয়াতে ان (আন) অব্যয় ব্যবহৃত হয় নাই অর্থাৎ ইহা বলা হয় নাই যে, 'তাকাস্সুর' (পার্থিব সম্পদ ও প্রাচুর্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক অভিলাষ ও গর্ব) তোমাদিগকে কোন্ কোন্ বিষয় হইতে গাফিল করিয়াছে। ইহা বিষয়-বস্তুকে সীমাবদ্ধকরণ হইতে মুক্ত করিয়াছে। فى (ফি) অব্যয়ও ব্যবহার করা হয় নাই, যাহাতে আলোচ্য আয়াতের মধ্যে সেই যাবতীয় বস্তু ও বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে যে গুলির উপর তাহারা গর্ব করিয়া থাকে। আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন যে, অর্থ, সম্পদ, ঐশ্বর্য, সদস্য সংখ্যা, ক্ষমতা, সম্মান-মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ে অপরের চাইতে অধিক লাভ করার লিপ্সা ও গর্ব তোমাদিগকে এ সকল জিনিসের মূল উৎস খোদাতায়ালা, তাঁহার ফেরেশ্তাগণ অথবা পূর্ববর্তীগণ যাঁহাদের ত্যাগ ও কুরবানীর ফলে তোমরা ঐ সকল কল্যাণ ও মর্যাদার অধিকারী হইতে পারিয়াছ তাঁহাদেরই দিকে এসব কিছুর সম্বন্ধ আরোপ হইতে গাফিল করিয়াছে। বস্তুতঃ প্রতিটি নেয়ামত খোদাতায়ালার তরফ হইতে তাঁহার ফেরেশতাগণের মাধ্যমে মানুষের হস্তগত হয়। এতদ্ব্যতীত ইহাতে আরও হাজারো মানুষের অবদানও শামিল থাকে। সুতরাং ফখর ও গর্বের স্থান কোথায়?

حتى زرتم المقابر (—এমনকি তোমরা গোরস্তানের দর্শন লাভ করিবে—

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, মৃত্যু সুনিশ্চিত বিষয় সেজন্য এখানে মাজীর সিগা (অতীতকাল) ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা সঠিক নয়। এই কায়দা বা নিয়ম সেখানেই প্রয়োগ হয়, যেখানে শ্রোতা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে কিন্তু বক্তা স্বীয় বক্তব্যে অটল বিশ্বাস রাখে। যেমন, কুরআন করীমে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ যেহেতু পূর্ণ হওয়া অবধারিত ছিল সেজন্য ঐগুলির ব্যাপারে অতীতকালের সীগা ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এখানে 'মাকাবের'—সমাধি বা গোরস্তান বলিতে বাহ্যিক সাধারণ কবর বুঝায় না বরং প্রকৃত মর্ম এই যে, 'তাকাস্সুর' তোমাদিগকে এতই গাফলতীর ও অবজ্ঞার অতলে তলাইয়া দিয়াছে যে, কল্যাণময় ও গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় গুলি হইতে 'তাকাস্সুর' তোমাদিগকে বাধা দান করিয়াছিল, সে গুলির দিকে তোমরা আর ফিরিয়া যাইতে পার নাই। পার নাই বলিয়া তোমরা ধ্বংস ও বিনাসের দ্বার-প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছ। সুতরাং زرتم المقابر আয়াতে সেই মকবেরা বুঝায় যাহা প্রাঞ্জল ও রূপক ভাষায় বলা হয়, 'অমুক জাতিটা তো মরিয়া গিয়াছে' অর্থাৎ সে জাতির মধ্যে নৈতিক, ধর্মীয়

বা রাজনৈতিক প্রেরণার অবসান ঘটিয়াছে। সুতরাং এখানে যদিও মক্কাবাসীদের প্রতি বক্তব্য রাখা হইয়াছে এবং তাহাদের ধর্মীয় ও পার্থিব অধঃপতন ও ধ্বংসের অন্তর্নিহিত কারণ ব্যক্ত করা হইয়াছে তথাপি যেহেতু যুক্তিগত দলিল সবখানেই প্রযোজ্য হইতে পারে, সেহেতু আলোচ্য আয়াতে একটি চির সত্য ও অমোঘ নিয়মও বর্ণিত হইল যে, যে ব্যক্তি বা জাতিই 'তাকাসুর'-এর শিকার হইবে, সে বা তাহারা নিশ্চয়ই ধ্বংস হইতে বাধ্য। যেমন, যায়দকে যদি বলা হয় যে, ইহা বিষ, ইহা পান করিবে না; অন্যথায় মরিয়া যাইবে, তবে উহার অর্থ এই হইয়া থাকে যে, যে ব্যক্তিই বিষ পান করিবে সে মরিবে। নবীগণ মানুষের আখলাক— নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার সংস্কারার্থে আগমন করিয়া থাকেন। উক্ত সংস্কার সাধনের ফলে দুনিয়ার মাথা পরিশেষে নিজে নিজেই নত হইয়া যায়। সেই জন্যই নবীগণের অনুসারী বৃন্দ অধঃপতিত অবস্থা হইতে উঠিয়া জগতের বাদশাহ্ হইয়া যান। কিন্তু যেখানে নবীর প্রাথমিক অনুসারীগণ নিজেদের প্রাথমিক অবস্থাকে বিস্মৃত হন না বরং ঐ সকল পুরস্কারকে শুধুমাত্র আল্লাহতায়ালার ফজল ও কৃপারই ফলশ্রুতি হিসাবে মনে করেন, সেখানে পরবর্তীগণ "তাকাসুর" অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক পার্থিব লিপ্সা ও গর্বের শিকার হইয়া ধ্বংসে পতিত হয়। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত চতুর্দিক উপর্যপরি বিজয় সমূহ মুসলমানদের মধ্যে অহমিকা ও লিপ্সা সৃষ্টি করিতে পারে নাই এবং তাহারা খোদাতায়ালার প্রতি গাফিল হন নাই, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁহারা উন্নতি করিতে থাকেন। কিন্তু যখন অহংকার তাহাদিগকে পাইয়া বসিল, তখনই তাহারা ধ্বংস হইল। যখন মুখ্য উদ্দশ্য ও লক্ষ্য দুনিয়া ও পার্থিব স্বার্থ হইয়া যায় এবং চক্ষু বন্ধ করিয়া মানুষ সেই দিকে ধাবিত হয়, তখন তৃবিধ ফল দাঁড়ায়: (১) অহংকার, এবং অহংকারের ফলে জুলুম অত্যাচারের সৃষ্টি হয়, যাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জনগণ তাহাদের সরকার বা রাজত্বকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিতে উদ্যত হয়।

(২) তাহাদের সন্তান-সন্ততি ও বংশধর বিলাসিতায় লিপ্ত হইয়া জাতির আভ্যন্তরীণ পতনের কারণ হয়।

(৩) ঐশী কোপ এবং আজাবে তাহাদের ধ্বংসের কারণ ঘটে।

ইহাও স্মরণ রাখা উচিৎ যে, 'তাকাসুর' একটি আপেক্ষিক বিষয় এবং প্রত্যেক জাতির সদস্য বৃন্দের অবস্থা অনুযায়ী উহার অর্থ হইবে। যে জাতির উপর যে রকম ছোট বা বড় দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়, যদি তাহারা উহা সম্পাদন না করে, তাহা হইলে 'তাকাসুর' এর শিকার বলিয়া গণ্য হইবে। الهـكم التكاثر حتى زرتم المقابر আয়াত হইতে প্রমাণ হয় যে, 'তাকাসুর' সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ নয় বরং ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক 'তাকাসুর' নিষিদ্ধ। সুতরাং রসুল করীম (সাঃ) একদিকে যেমন বলিয়াছেন انا سيد ولد آدم ولا فخر অর্থাৎ আমি শ্রেষ্ঠ মানব হওয়া সত্বেও গর্ব করি না; আমি কাহাকেও ঘৃণা বা হেয় মনে করি না, তেমনি অন্য দিকে বলিয়াছেন যে "তোমরা অধিক সন্তান জন্মায় এবং স্বামী ও সন্তান-দিগকে ভালবাসে এরূপ নারীদিগকে বিবাহ কর কেননা তোমাদের (সংখ্যাধিক্যের) জন্য আমি অপরাপর জাতির সামনে গর্ব করিব।" কুরআন করীমও فاستبقوا الخيرات

(অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে সকল প্রকারের নেকী বা পুণ্যের বিষয়ে প্রতিযোগিতা কর)-এর আদেশ দিয়াছে। (সুরা বাকারা : ৪৯)। তেমনিভাবে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন যে, ومنهم سابق بالخيرات (অর্থাৎ "তাহাদের মধ্যে সেই সকল লোকও আছে, যাহারা নেকীর বিষয়ে সকলের মধ্যে অগ্রগামী।' (সুরা ফাতের : ৩২)। তারপর আরও বলিয়াছে : "তাহারা একে অন্যের চাইতে অগ্রগামী হওয়ায় সচেষ্ট থাকে।" (সুরা আল নাজেয়াত : ৫)

৪ ও ৫ নং আয়াত :

'তাকাসুর' যে তোমাদিগকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাইয়াছে—এসত্যটি তোমরা ভ্রান্ত বলিয়া মনে কর। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতেই তোমরা জানিতে পরিবে যে, তোমাদের ধারণা সঠিক নয়। এই আয়াত দ্বারাও সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এখানে 'মকাবের' বলিতে বাহ্যিক করব বুঝায় না। নচেৎ অবিশ্বাসীরাও যখন স্বীকার করে যে, তাহারা নিশ্চয় একদিন মরিবে, তখন এখাটির উপর জোর দেওয়া অর্থহীন হইয়া পড়ে।

এই আয়াতগুলিতে একই কথার পুনরাবৃত্তি তাকিদ ও নিশ্চিত করণের উদ্দেশ্যে, অথবা প্রথম বাক্যটি ইহকাল সম্পর্কে এবং দ্বিতীয়টি পরোকাল সম্পর্কে।

৬ ও ৭নং আয়াত :

আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন, যদি তোমরা যুক্তি ও জ্ঞানমূলকভাবেই চিন্তা কর, তাহা হইলে তোমাদের বিশ্বাস জন্মাইবে যে, তোমরা ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়াইয়া আছ এবং তোমাদের এই ধারণা ভ্রান্ত যে, তোমরা ধ্বংস হইবে না। হায়, তোমরা যদি এলমুল একীন লাভ করিতে যে, হুকুকুল্লাহ ও হুকুকুল-এবাদ বিষয়ে অবহেলা করিলে পরিণামে ধ্বংস অনিবার্য হইয়া থাকে। সুতরাং তোমরা যেহেতু ঐ সকল বিষয়ে গাফিল, সেহেতু জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে।

৮ নং আয়াত :

আলোচ্য আয়াতে বলিয়াছেন, ইহা তো যুক্তি ও জ্ঞানমূলক পর্যায়ের কথা ছিল কিন্তু শীঘ্রই তোমরা সচক্ষেও এই সব কিছু প্রত্যক্ষ করিবে, অর্থাৎ আইনুল একীনের পর্যায়ে উল্লেখিত সত্য সম্পর্কে তোমরা বিশ্বাস ও জ্ঞান লাভ করিবে।

৯ নং আয়াত :

'নয়ীম' শব্দ বহু বচন নয় বরং ইহার অর্থ একটি নেয়ামত বা পুরস্কার। 'আল-নয়ীম' বলিতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বুঝান এবং আয়াতের মর্ম এই হইতে পারে যে নবী করীম (সাঃ) যখন উল্লিখিত সংবাদ সমূহ দান করিয়া তোমাদিগকে সতর্ক ও সাবধান করিতেন, তখন তিনি নেয়ামত বা পুরস্কার স্বরূপ ছিলেন কি না? ইহা ছাড়া এই অর্থও হইতে পারে যে, আমার প্রতিটি বিশেষ বিশেষ নেয়ামতের কথা স্মরণ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিব যে, এই এই নেয়ামত কি আমি তোমাদিগকে দিয়াছিলাম না? কিন্তু তোমরা উহা পাওয়ার পর কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের পরিবর্তে করিয়াছ এই যে, সেই নেয়ামতকেই লক্ষ্য বস্তু ও মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে ধরিয়া লইয়া আমা হইতে এবং নেকী পুণ্য হইতে গাফিল হইয়াছিলে। যদি এরূপ না করিতে, তাহা হইলে কি আজ জাহান্নাম হইতে রক্ষা পাইতে না?

হাদিস শরীফ

৪৮। নিদ্রা ও জাগ্রত হওয়ার আদব (নিয়ম-নীতি)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৩১৬। হযরত বারা বিন্ আযেব রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইছেন: "মিঞা, যখন তুমি বিছানায় নিদ্রার জন্য যাও, তখন এই দোয়া করিবে:

'আল্লাহ আমার, আমি আমার প্রাণ তোমার নিকট সমর্পন করিয়াছি, আমি আমার ধ্যান তোমার দিকে নিবদ্ধ করিয়াছি, আমি আমার সব কিছু তোমার সপোর্দ করিয়াছি, আমার পৃষ্ঠের আশ্রয় তুমিই, তোমার প্রতিই অনুরাগ রাখি এবং তোমাকেই ভয় করি, তুমি ছাড়া না আছে আশ্রয়ের ঠাই, না আছে মুক্তি বা অব্যাহতি লাভের স্থান। আমি তোমার এই কিতাবের উপর ঈমান আনিতেছি, যাহা তুমি নাযেল করিয়াছ এবং তোমার এই নবীকে মানিয়াছি, যাঁহাকে তুমি পাঠাইয়াছ।' এই দোয়া শিখানোর পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন: "যদি তুমি এই দোয়া পাঠ করিয়া নিদ্রা যাও এবং সেই রাত্রিতেই প্রাণ ত্যাগ কর, তবে বিশুদ্ধ স্বভাবের উপর তোমার মৃত্যু হইবে এবং যদি সকালে জীবিত হইয়া উঠ, তবে পুণ্য ও মঙ্গল প্রাপ্ত হইবে।"

অন্য এক রেওয়াতে বর্ণিত আছে যে, হুযুর (সা:) ফরমাইয়াছেন: "যখন তুমি শোয়ার জন্য বিছানায় যাও, তুমি প্রথম ওযু করিবে, যেমন নামাযের জন্য ওযু করা হয়। তারপর ডান পার্শ্বে শোইবে এবং এই দোয়া পড়িবে। ইহা সবের পরে হইবে এবং ইহার পর আর কোনো কথাবার্তা বলিবে না।"

['মুসলিম, কেতাবুয্ যেকের, বাব মা ইয়াকুলু ইন্দান নাওমে ও আখযেল মাযাজেয়ে ২-২ : ২৩৬ পৃ:]

৩১৭। হযরত হুযায়ফা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন নিদ্রার পর উঠিতেন, মেসওয়াক (দাঁত পরিষ্কার) করিতেন।

['বুখারী, কেতাবুল জুমুয়া, বাবুস সেওয়াক ইয়াওমাল জুমুয়ায়ে, ১ : ১২২ পৃ:]

৪৯। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

৩১৮। হযরত আবু মুসা আশয়ারী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "পাক-পবিত্র, পরিষ্কার-পবিচ্ছন্ন থাকা ঈমানের অংগ।"

['মুসলিম, কেতাবু তাহরাহ, বাবু ফযলিল ওযায়ু ১—৫: ৯৫ পৃ:]

৩২৯। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "মানব প্রকৃতিতে পাঁচটি জিনিস নিহিত আছে (১) খাৎনা, (২) নাভীর নিম্ন-দেশের চুল কাটা, (৩ নখ কাটা, (৪) বগলের চুল ফেলা (৫) মোছ কর্তন"

['বুখারী, কেতাবুল লেবাস বাবু কাস্-সুশ-শোয়ারেব ২ : ৮৭৫ পৃঃ মুসলিম, ১-১ : ৯০৫ পৃঃ]

৩২০। হযরত আয়েশাহ রাযিয়াল্লাহু অনহা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "দশটি জিনিস মানুষের প্রকৃতিগত। (১) মোছ ছোট করা ও দাড়ি রাখা, (৩) মিসওয়াক করা, (৪) পানি দিয়া নাক পরিষ্কার করা, (৫) নখ কাটা, (৬) অঙ্গুলের গর্ত ও অগ্রভাগ পরিষ্কার রাখা, (৭) বগলের চুল ফেলা, (৮) নাভীর নীচস্থ চুল ফেলা, (৯) ইস্তেনজা করা [বাহ্যি-প্রসাবের পর ধৌত করা অথবা কুল্লুখ নেওয়া মাটী বা কাপড় বা চুষ-কাগজ (Bloting paper) দ্বারা]। দশম কথা বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন যে ভুলিয়া গিয়াছেন, সম্ভবতঃ কুল্লি করা।

['মুসলিম কেতাবুৎ তাহারাহ, বাবু খেসালিল ফিৎরাহ; ১১১ : ০৬ পৃঃ]

৫০। পাইখানা যাওয়ার সম্বন্ধে নির্দেশাবলী।

৩২৮। হযরত আনাস বিন মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পাইখানায় যাওয়ার সময় এই দোওয়া পড়িতেন:

"আল্লাহ আমার, আমি তোমার আশ্রয় চাই অনিষ্টকর পঁহা দুর্গন্ধ দ্রব্য ও রোগ হইতে।"

['বুখারী, কেতাবুল দাওয়াত, বাবুদ দোয়া ইন্দাল খালা; ২:৯৩৬, 'বুখারী কেতাবুল ওয়াযু, বাবু ইয়াকুলু ইন্দাল খালা ১ :২৬]

৩২২। হযরত আনাস বলেন: "আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পাইখানা যাওয়ার সময় আমি এবং আরও একটি ছেলে পানির লোটা ও তাঁহার ছড়ি ধরিয়া রাখিতাম। হুজুর ফারেগ হওয়ার পর পানি দিয়া ইস্তেঞ্জা করিতেন।"

: (বুখারী, কেতাবুল ওয়াযু, বাবু হামালুক আনযাতা মায়াল মায়ে ফিল ইস্তেঞ্জা : ২১৭পৃঃ

৩২৩। হযরত আবু আয়ুব আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "যখন তোমাদের কেহ পায়খানা-প্রস্রাবের জন্য বস তখন কিবলা অভিমুখী হইয়া বসিবে না এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শনও করিবে না।" (ক্রমশঃ)

('বুখারী, কেতাবুল ওয়াযু, বাবু লা ইস্তাকবেলিল কিবলতা বিগায়েতে আওবুল, ১:২৭পৃঃ।

['হাদিকাতুস্ সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ]

—এ. এইচ. এম. আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

খোদাতায়ালার প্রতি মহব্বত ও ভালবাসার তাকিদ ও তাড়না ইহাই চায় যে, তোমরা যেন তোমাদের প্রিয় মাল তাঁহার পথে ব্যয় কর।

যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার পথে তাহার মাল ব্যয় করিবে, তাহার মালের মধ্যে অন্যান্যদের তুলনায় অধিক বরকত দান করা হইবে।"

"প্রকৃত প্রস্তাবে ও সুনিশ্চিতভাবে সে ব্যক্তিই এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে যে তাহার মাল ইহার পথে ব্যয় করে ইহা সুস্পষ্ট যে তোমরা দুইটি জিনিষকে একই সঙ্গে ভালবাসিতে পার না। তোমাদের জন্য ইহা সম্ভবপর নয় যে, তোমরা একই সঙ্গে মালকেও ভাল বাসিবে এবং খোদাকেও। শুধু একটিকেই ভালবাসিতে পার। সুতরাং সৌভাগ্যশালী সেই ব্যক্তি, যে খোদাকে ভালবাসে। এবং যদি তোমাদের মধ্য হইতে কেহ খোদাকে ভালবাসিয়া তাঁহার পথে মালের কুরবানী পেশ করে তাহা হইলে আমি একীন (দৃঢ় বিশ্বাস) রাখি যে তাহার মালের মধ্যে অন্যান্যদের তুলনায় বেশী বরকত দান করা হইবে। কেননা মাল নিজে নিজেই বা অবলীলাক্রমে আসে না বরং আল্লাহ্‌তায়ালার এরাদা ও ইচ্ছায় আসে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার উদ্দেশ্যে তাহার মালের কতক অংশ ত্যাগ করে, সে তাহা নিশ্চয় প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি মালকে ভালবাসিয়া খোদাতায়ালার পথে যথোপযুক্ত খেদমত পালন করে না, সে নিশ্চয়ই তাহার মালকে হারাইবে।"

(যামিমা রিভিইউ আফ রিলিজিয়নস, সেপ্টেম্বর, ১৯০৬ ইং)

"সর্বদা নিজেদের কথা ও কাজকে সঠিক এবং পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখিবে। যেভাবে সাহাবা কেরাম (রাঃ) নিজেদের জীবন পালন করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন, ঠিক সেইভাবে তোমরাও তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নিজেদের সততা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার নমুনা দেখাও। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর নমুনা সর্বদা নিজেদের সামনে রাখ।"

(আল-হাকাম, ৯ম খণ্ড, সংখ্যা ৩০)

"আল্লাহতায়ালার পথে মাল ব্যয় করাও মানুষের সৌভাগ্য ও তাকওয়া-পরায়নতার স্বাক্ষর ও মানদণ্ড বিশেষ। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর জীবনে লিল্লাহী ওয়াকফ (আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে কোরবানী)-এর মানদণ্ড ও কষ্টি-পাথর এই ছিল যে, হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একদা দ্বীনের জরুরতের কথা ব্যক্ত করিলে তিনি (আবু বকর) তাঁহার গৃহের সকল সম্পদ ও আসবাব-পত্র আনিয়া হাজির করিলেন।"

(আল-হাকাম, ৪র্থ খণ্ড, সংখ্যা ৩০)

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ,

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ৭৯ বৎসর পূর্বেকার কতিপয় এলহাম ও ভবিষ্যদ্বাণী

১৯০০ইং—"তিনি এই আদম (মসীহ মওউদ)-কে পয়দা করিয়াছেন এবং তাহাকে সম্মান ও মর্যাদা দান করিয়াছেন। সে খোদার প্রেরিত নির্ভীক পালোয়ান, নবীগণের ভূষণে বিভূষিত। যাহাকে তাহার মুদ্রণালয় হইতে রদ করা হইয়াছে, তাহার কোথাও আর ঠাঁই নাই।

এবং স্মরণ কর, সেই সময় সমাগত, যখন এক ব্যক্তি তোমার উপর কুফরী ফতোয়া আরোপ করিবে এবং তাহার এরূপ ব্যক্তি, যাহার কুফরী ফতোয়া সাধারণভাবে মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহাকে সে বলিবে যে, হে হামান, আমার জন্য ফেৎনার দাবানল প্রজ্জলিত কর, যাহাতে আমি এই ব্যক্তির খোদার সন্ধান বা পরিচয় পাইতে পারি। বস্তুতঃ আমি মনে করি, এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী। আবু লহবের উভয় হস্ত এবং সে নিজেও ধ্বংস হইল (অর্থাৎ যে ব্যক্তি ফতোয়া আরোপ করিল এবং যাহার দ্বারা সে ফতোয়া প্রণয়ন করাইল)। তাহার এ বিষয়ে হাত দেওয়া উচিত ছিল না কিন্তু ভীতি সহকারেই।

এই কুফরী ফতোয়ার কারণে তুমি যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিবে তাহা তো খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে নির্ধারিত। ইহা এক ফেৎনা ও পরীক্ষা হইবে। সুতরাং মহা সংকল্পশালী নবীগণ যেভাবে ধৈর্য ধারণ করিয়াছিলেন, সেইভাবে তুমিও ধৈর্য ধর। পরিশেষে খোদা অস্বীকারকারীদের ষড়যন্ত্রকে নিস্তেজ ও নিস্ক্রীয় প্রতিপন্ন করিয়া দিবেন। প্রণিধান কর এবং স্মরণ রাখ যে এই ফেৎনা বা পরীক্ষা খোদাতায়ালার তরফ হইতে আসিবে যাহাতে তিনি তোমার প্রতি বড়ই প্রীতি ও ভালবাসা প্রদর্শন করেন। ইহা সেই খোদার প্রীতি ও ভালবাসা, যিনি প্রবল ও সম্মানিত। এই বিপদের বিনিময়ে তোমার জন্য এরূপ এক মহা প্রতিদান নির্ধারিত যাহা কখনও বিচ্ছিন্ন হইবে না। আমি এক গোপন খাযানা ছিলাম, সুতরাং আমি ইচ্ছা করিলাম যেন পরিচিত হই। (তাযকেরাহ, পৃঃ ৩৬১—৩৬২ ; ১৯০০ইং সনের এলহামাত)

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ
সদর মুরুব্বী

আমি মুসলমান, খৃষ্টান, হিন্দু এবং আর্যগণের সম্মুখে এই ঘোষণা করিতেছি যে, পৃথিবীর কেহই আমার শত্রু নহে। আমি মানব জাতিকে সেইরূপ ভালবাসি, যেরূপ এক স্নেহময়ী মাতা সন্তানকে ভালবাসে, বরং আমি উহা অপেক্ষাও বেশী ভালবাসি। আমি শুধু ঐ সমস্ত ভিত্তিহীন বিশ্বাসের শত্রু, যাহার দ্বারা সত্যের বিনাশ হয়। মানব জাতির প্রতি সহানুভূতি করা আমার জন্য অবশ্য কর্তব্য। মিথ্যা, শিরক, অত্যাচার এবং প্রত্যেক কদাচার ও অবিচার এবং দুশ্চরিত্রের প্রতি ঘৃণা করা হইল আমার মূল নীতি। (আরবাইন, ১৯০০ইং)

—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

জুমার খেৎবা

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

আল্লাহতা'লা আহমদীয়া জামাতের সহিত ওয়াদা করিয়াছিলেন যে আমি এই জামাতের জনসংখ্যায় এবং ধন সম্পদে বরকত অবতীর্ণ করিব।

জামাতের বিগত পচাত্তর বৎসরের ইতিহাস সাক্ষ্য দান করে যে, এই ইলাহী ওয়াদা অতীব সাফল্যের সঙ্গে সন্দেহাতীতভাবে পূর্ণ হইয়াছে।

আল্লাহতা'লা আমাদিগের তুচ্ছ কোরবানীর বিনিময়ে আমাদের ধন ও জনের পরিধিকে কয়েক হাজার গুণে বর্ধিত করিয়াছেন।

এই ঐতিহাসিক সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমি বন্ধুগণকে আর্থিক কুরবানী এবং আহমদী বালক-বালিকাদিগকে ওয়াকফে জদীদের চাঁদার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

অগ্রসর হউন এবং নিজেদের ওয়াদার সীমাকে অতিক্রম করিয়া সেই মার্গে উপনীত হউন, যাহা জামাতের প্রয়োজন ও চাহিদার মার্গ।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব কালে ইসলাম দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় ছিল এবং সকল মুসলমান ইসলামের প্রয়োজনে ইসলামের নামে এবং ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে আপন ধন-সম্পদ কোরবানী করার প্রতি এতটুকুও মনোযোগী ছিল না। অতঃপর হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক আল্লাহতা'লা ইসলামের পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা ও উপকরণের সৃষ্টি করিলেন এবং তাঁহাকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জান ও মাল উৎসর্গকারী নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদিগের একটি জামাত দান করিলেন। আল্লাহতা'লা যখন আপন বান্দাদিগের নিকট হইতে কোরবানী গ্রহণ করেন, তখন এই দুনিয়াতেও তাহাদিগকে আপন অনুগ্রহে বিভূষিত করিয়া থাকেন। সুতরাং যখন এহেন যুগে ইসলামের পুনরুজ্জীবনের ঐশী ব্যবস্থা স্থাপনকালে মুখলিস বান্দাদের এই জামাতটি সৃষ্টি হইল এবং তাঁহারা নিজেদের সময়, জীবন ও ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় বিলাইয়া দেওয়া আরম্ভ করিল, তখন আল্লাহতা'লা তাহাদের সহিত একটি ওয়াদা করিলেন। উহা ছিল এই যে, (আল্লাহতা'লা জামাত সম্বন্ধে বলিলেন):

میں ان کے نفوس اور ان کے اموال میں برکت ڈالونگا۔

"আমি তাহাদিগের জনে এবং ধনে বরকত অবতীর্ণ করিব।" (তাজকেরা পৃঃ)

এখন আসুন, আমরা দেখি, আল্লাহ্‌র এই ওয়াদা কি ভাবে এবং কি অবস্থায় পূর্ণ হইল। আমি এখন আহমদীয়া জামাতের পচাত্তর বৎসর কালীন ইতিহাসের উপর সংক্ষিপ্ত দৃষ্টিপাত করিব। বর্তমান ১৯৬৭ ইং সন হইতে ৭৫ বৎসর বাদ দিলে ১৮৯২ ইং হয়। আর যখন আমরা ১৮৯২ ইং এবং ১৯৬৭ ইং উভয় সনের মধ্যবর্তী ৭৫ বৎসর কালে জামাতের জন সংখ্যা ও ধন-

সম্পদের সামগ্রিক উন্নতি প্রত্যক্ষ করি, তখন আশ্চর্য হইতে হয় যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁহার বান্দাগণের প্রতি কতই না অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। ১৮৯২ সনে জামাতের সঠিক সংখ্যা তো সম্ভবতঃ আমাদের রেকর্ডে নাই, কেননা আমাদের আদমশুমারী তখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই; কিন্তু সাধারণভাবে একটা অনুমান করা যায় যে ১৮৯২ সনের সালানা জলসায় যোগদানকারীগণের সংখ্যা ছিল ৩২৭; ঐ জলসার উপস্থিতি সংখ্যা ইত্যাদি দেখিয়া ১৮৯২সালে জামাতের জনসংখ্যা এক হাজারের কাছাকাছি অথবা অত্যন্ত খোলাভাবে অন্দাজ করিলে এক হাজার হইতে তিন হাজারের মধ্যে ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই ক্ষুদ্র সংখ্যাটি ১৯৬৭ সনে বর্দ্ধিত হইয়া আনুমানিকভাবে প্রায় ত্রিশ লক্ষের নিকটে পৌঁছিয়া যায়। আমার অনুমান ত্রিশ লক্ষেরও কিছু উপরে। [বর্তমানে এক কোটিরও উর্দ্ধে —অনুবাদক]। এই সংখ্যা বৃদ্ধিতে দুইটি জিনিষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। একটি জন্ম, দ্বিতীয়টি তবলীগ। উভয় পথে আল্লাহতা'লা আহমদীয়া জামাতের জনসংখ্যায় বরকত অবতীর্ণ করিয়াছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর দোওয়া ছিল এই যে

ایک سے ہزار ہوویں। অর্থাৎ "তাহাদের সংখ্যা যেন এক হইতে হাজার হয়।"

কিন্তু ১৯৬৭ সনে এই সংখ্যা ১৮৯২ সনের সংখ্যার সহিত তুলনা করিলে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, আল্লাহতা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর দোয়ার ফলে কার্যতঃ এক হইতে তিন হাজার বৃদ্ধি করিয়া দেন অথচ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এক হইতে হাজার পর্যন্তই কামনা করিয়াছিলেন। সুতরাং আমরা উভয় সংখ্যার পারস্পরিক মোকাবেলা করিলে (যদি সেই সময়ে আহমদীদের সংখ্যা এক সহস্র ধরা হয়,) দেখিতে পাই যে, আল্লাহ্তায়ালা উহাদের একজনকে তিন সহস্র জনে পরিণত করিয়াছেন। এক-কে তিন হাজারে বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন। কেননা তিন হাজারকে এক হাজার দ্বারা গুণ দিলে এই সংখ্যা আমাদের সামনে দাঁড়ায়। যদি ১৮৯২ সনে জামাতের লোক সংখ্যা তিন হাজার ধরা হয় (যাহা আমার নিকট অনেক বেশী বলিয়া বোধ হয়) তাহা হইলেও এক হইতে হাজার হইবার দোয়া আল্লাহতায়ালা পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন এবং পচাত্তর বৎসরকালে তিনি জামাতের জন সংখ্যাকে এক হইতে হাজার গুণ হারে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। এই সংখ্যা বৃদ্ধি কোন সাধারণ বিষয় নয়, বরং ইহা কল্পনাতীত ও অতীব আশ্চর্যজনক। যেখানে আল্লাহতায়ালার কুদরত ও ক্ষমতার বিকাশ ঘটিয়া থাকে, সেখানে মানুষ পৌঁছিতে পারে না। তাঁহার অসীম ক্ষমতার বিকাশ তাঁহার বান্দাগণের উপর ঘটিয়া থাকে এবং সমস্ত জল্পনা-কল্পনাকে ভুল প্রতিপন্ন করিয়া দেয়। যদি আমরা এই আশা এবং এই প্রত্যয় রাখি যে আল্লাহতায়ালা ভবিষ্যতেও এই জামাতকে সেই প্রকারেই এবং সেই পরিমাণেই কোরবানী করিবার তৌফিক দিবেন, যে প্রকারে ও যে পরিমাণে বিগত পচাত্তর বৎসরকাল দিয়া আসিয়াছেন এবং ইহার ফলে আমাদিগের উপর আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহ তদনুসারে অবতীর্ণ হইতে থাকে অর্থাৎ জামাতের এই সংখ্যা অনুরূপ হারেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহা হইলে আজ হইতে পচাত্তর বৎসর পর আমাদের সংখ্যা তিন অর্বুদ হইতে নয় অর্বুদের মধ্যে

গিয়া দাঁড়াইবে। ইহার অর্থ এই যে, যদি আমরা আমাদের দোয়া ও প্রচেষ্টা এবং আত্মোৎসর্গের দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ রাজকে ঠিক সেইভাবেই আকৃষ্ট করিতে থাকি, যে ভাবে বিগত পচাত্তর বৎসরের মধ্যে করিয়া আসিয়াছি। তাহা হইলে আগামী পচাত্তর বৎসরের মধ্যে ইসলাম পৃথিবীর বুকে প্রাধান্য বিস্তার করিবে এবং ইসলামের পুনরুজ্জীবনের এই সংগ্রাম পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়া পৃথিবীতে প্রকাশমান হইবে। আল্লাহ করুন, যেন জামাত অনুরূপভাবেই কোরবানী পেশ করার তওফিক পাইতে থাকে।

ইহাও বলা হইয়াছিল যে, "আমি তাহাদের ধন-সম্পদে বরকত অবতীর্ণ করিব।" এখন আসুন ধন-সম্পদের ব্যাপারটি পরীক্ষা করিয়া দেখি। ১৮৯২ সনের সালানা জলসার জন্য চাঁদার ওয়াদা লিখান হইয়াছিল। (বর্তমান ব্যবস্থা তখন প্রবর্তিত হয় নাই)। সেই ওয়াদা সমস্ত জামাতের ওয়াদারূপেই বুঝাইবে, কেননা সমস্ত মোখলেস আহমদীগণই সালানা জলসায় একত্রিত হইতেন। অতএব, ১৮৯২ সনের সালানা জলসার সময় ১৮৯৩ সালের জন্য যে ওয়াদা সংগৃহীত হইয়াছিল তাহার পরিমাণ ছিল সাত শত টাকার কিছু উপরে। পক্ষান্তরে পচাত্তর বৎসর পর আজ জামাত আল্লাহর রাস্তায় যে আর্থিক কোরবানী পেশ করিতেছে উহার পরিমাণ এক কোটি টাকা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। (বর্তমানে কয়েক কোটি—অনুবাদক)। আমরা যদি সাত শতের পরিবর্তে এক হাজার ধরিয়া লই (কেননা এই ওয়াদা ছাড়াও যে বন্ধুরা কোন বাধা-বিঘ্ন বশতঃ জলসায় যোগদান করিতে পারেন নাই তাঁহারা সম্ভবতঃ পরে ওয়াদা করিয়াছেন এবং টাকা পাঠাইয়াছেন); সুতরাং ১৮৯২ সনের চাঁদা যদি এক হাজার টাকা মনে করি, তাহা হইলেও ইহার মোকাবেলায় ১৯৬৭ সনের চাঁদা এক কোটিরও উর্দ্ধে দাড়াইয়াছে। তাহরীকে জদীদের চাঁদা, সদর আঞ্জুমানের লাজেমী চাঁদা, ওয়াকফে জদীদের চাঁদা, ওয়াকফে আরজীর জন্য যাহা খরচ করা হয় (যদিও উহা আমাদের রেজিষ্টারে উঠে না কিন্তু উহাও আল্লাহ্‌র পথে আহমদীগণ কর্তৃক ব্যয়িত হয়—ওকফকারী নিজের খরচে বাহিরে যান—আহারাদি ও অন্যান্য খরচের জন্য তাহাকে নিজের বাড়ী অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিতে হয়) এই সমস্ত অর্থব্যয়কে একত্র করিলে এক কোটির অনেক উপরে হয়। আমি এখন এক কোটি ধরিয়া লইলাম, উহাতে দেখা যাইতেছে যে আমাদের আর্থিক কোরবানী এক হাজার টাকা হইতে বর্ধিত হইয়া এক কোটিতে পৌঁছিয়াছে। অতএব উহা দশ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোট কথা, এক টাকার মোকাবেলায় দশ হাজার টাকা চাঁদা হইয়াছে। অর্থাৎ ১৮৯২ সালে জামাত যদি এক টাকা আল্লার রাস্তায় খরচ করিবার তৌফিক পাইয়াছিল তবে ১৯৬৭ সালে আল্লাহর এই মনোনীত জামাত দশ হাজার টাকা খরচ করিবার তৌফিক পাইতেছে। ইহা তো হইল চাঁদার কথা। কিন্তু ওয়াদা দেওয়া হইয়াছিল যে, ধন-সম্পদে বরকত দেওয়া হইবে। এখন যে পরিমাণে জামাতের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা দশ হাজার গুণ অপেক্ষাও অধিক। কেননা ১৮৯২ সালে একশত জনের মধ্যে প্রায় সকলই মুখলেস ছিলেন এবং আল্লাহর রাস্তায় পূর্ণ কোরবানী দিয়াছিলেন।

কিন্তু ১৯৬৭ সালে যখন আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে তখন আমাদের মধ্যে এমন লোকও আছেন যাহাদের তরবিয়তের প্রয়োজন। আমরা আশা করি যে, তাহারা আজ হইতে এক বৎসর বা দুই বৎসর বা চারি বৎসর বা পাঁচ বৎসর পর সেই উচ্চ মোকামে পৌঁছিয়া যাইবেন যেখানে আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে দেখিতে চাহেন। এবং তাহাদের চাঁদার হার ১৮৯২ সালে আহমদীরা যে হারে চাঁদা দিতেন সেই হারে পৌঁছিয়া যাইবে। উক্ত দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ১৮৯১ সালে আহমদীদের নিকট যে স্থাবর ও অস্থাবর ধন সম্পদ ছিল উহার মোকাবেলায় আজ সমষ্টিগতভাবে জামাতের স্থাবর ও অস্থাবর ধন সম্পদে আল্লাহতায়ালা তাঁহার অসীম কৃপায় দশ হাজার হইতেও অধিকগুণ বরকত দিয়াছেন।

সুতরাং আল্লাহতায়ালার অসীম ও অনন্ত বরকত আমাদের উপর যেরূপে বর্ষিত হইতেছে উহাকে যে কোন দৃষ্টি ভঙ্গিতেই দেখি না কেন উহা আমাদের জন্য অবোধ্য। ৭০ বৎসর কাল জাতি ও জামাতের জন্য খুব বড় একটা সময় নহে। এই অত্যাল্পকালের মধ্যে আল্লাহতায়ালা আমাদের জামাতের উপর এভাবে অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, তাহাদের সংখ্যা "এক হইতে তাহারা যেন হাজার হয়" বিষয়ক দোওয়ায় বর্ণিত হার অপেক্ষা অধিক হারে সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং তাহাদের অর্থ-সম্পদেও আল্লাহতায়ালা যে বরকত দিয়াছেন, উহাও এক হইতে হাজারের তুলনামূলক পরিমাণ অপেক্ষা বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার দ্বারা আমরা এই সত্যে উপনীত হইতেছি যে আহমদী জামাত আল্লাহর রাস্তায় যে আর্থিক কোরবানী করে উহা ব্যর্থ হয় না। আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়িত অর্থ এই জগতেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। শুধু সেই পরিমাণেই দেওয়া হয় না, দ্বিগুণও দেওয়া হয় না, দশগুণ কি একশত গুণেরও বেশী দেওয়া হয় না বরং দশ হাজার গুণ বেশী দেওয়া হয়, যাহা আমি পরিসংখ্যানের দ্বারা বর্ণনা করিলাম। জামাতের মধ্যে এমন পরিবারও আছে যে তাহাদের পিতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর সময়ে যতটুকু কোরবানী করিয়াছিলেন, তাহাদের সন্তানদের মধ্য হইতে এক এক জনের মাসিক আয় তাঁহাদের (সাহাবীদের) সমস্ত জীবনের আর্থিক কোরবানী অপেক্ষা বেশী। সুতরাং আল্লাহতায়ালা অত্যন্ত অনুগ্রহকারী, তিনি অনুগ্রহ করিতেছেন এবং আরও অধিক করিতে চাহেন। এই হিসাবে যখন আগামী ৭০ বৎসরের মধ্যে আমাদের ধনসম্পদে বরকত অবতীর্ণ হইবে তখন উহা অগণিত পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। এমনি ভাবে আল্লাহ তায়ালা আহমদীয়া জামাতকে দুনিয়ায় প্রাধান্য দান করিবেন এবং দেড়শত বৎসর কাল কোন দীর্ঘ সময় নহে। একটি আওয়াজ যে আওয়াজটি একাকী অসহায় ও দরিদ্র ব্যক্তির আওয়াজ ছিল যাহার কোন পার্থিব প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল না; কিন্তু তাঁহার প্রভুর তিনি একান্ত প্রেমিক ছিলেন এবং তিনি হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর প্রেমে বিভোর ছিলেন। তিনি এত বিভোর ছিলেন যে, অনুরূপ প্রেমিক তাঁহার উম্মতে আর কেহ হয় নাই। তাঁহাকে আল্লাহ খাড়া করিলেন এবং বলিলেন "আমি ইসলামকে তোমার দ্বারা প্রাধান্য দান করিব

এবং তোমাকে এমন এক জামাত দিব যাহাদের প্রতি আসমান হইতে ফেরেস্তা অবতীর্ণ হইবে এবং ওহী করিবে, যেন তাহারা তোমার সেবায় তৎপর হইয়া উঠে"। ১৮৮২ সালে ইহা একটি ক্ষুদ্র জামাত ছিল. কিন্তু বৃদ্ধি লাভ করিয়া এক হাজার গুণ নয় বরং তিন হাজার গুণে বৃদ্ধি লাভ করিল। তেমনিভাবে বলা হইয়াছিল যে, তাহাদের ধন সম্পদে বরকত অবতীর্ণ করা হইবে। যেহেতু তাহারা এমন এক সময়ে আল্লাহর রাস্তায় আর্থিক কোরবানী পেশ করিয়াছিল যখন তথাকথিত মুসলমানগণ ইসলামের জন্য আর্থিক কোরবানী পেশ করিতে অত্যন্ত দ্বিধাবোধ করিতেন এবং কার্যতঃ কেহই ত্যাগ স্বীকার করিতেছিলেন না। আল্লাহতায়ালা এত অনুগ্রহ করিলেন যে, তাহাদের (আহমদীদের) সামান্য কোরবানীর ফল এক টাকার বিনিময়ে যাহা তাহারা দিয়াছিলেন তাহাদিগকে এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে, দশ হাজার টাকারও অধিক দিলেন। অর্থাৎ তাহাদের ধন-সম্পদকে আল্লাহতায়ালা দশ হাজার গুণ অপেক্ষাও অধিক বাড়াইয়া দিলেন। সুতরাং আল্লাহর রাস্তায় আমরা যাহা কিছু খরচ করি সে সম্বন্ধে আমরা ইহা বলিতে পারি না যে, উহা নষ্ট হইয়া যায়। আমরা ইহাও বলিতে পারি না যে, উহা ঐ পরিমাণেই ফিরিয়া পাওয়া যায়, যাহা আমরা আল্লাহর রাস্তায় দান করি। তবে তোমাদের কিসের ভয়? যতটুকু তোমরা দিয়াছিলে উহা তোমরা ফিরিয়া পাইয়াছ বরং আল্লাহতায়ালার ব্যবহার অত্যন্ত উজ্জ্বল সাক্ষ্য পেশ করিতেছে যে, তোমরা এক টাকা তাঁহার রাস্তায় খরচ করিলে তিনি দশ হাজার টাকা ইহকালেই ফিরাইয়া দেন। তদুপরি তাঁহার মহব্বত, তাঁহার সন্তুষ্টি এবং জান্নাতরূপে পরকালে প্রতিদান পাইবে। সুতরাং ইহা অত্যন্ত সুলভ সওদা এবং ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আজ আপনাদিগকে এই আহ্বান ও জানাইতেছি যে, ওয়াকফে জদীদের দিকে আপনারা মনোনিবেশ করুন। আমি এই ইচ্ছা এবং আশা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, যদি আমাদের আতফাল ও নাসেরাত (পনের বছরের কম বয়স্ক বালক-বালিকারা) তাহাদের দায়িত্বকে উপলব্ধি করিত এবং তাহাদের মাতাপিতারও তাহাদের দায়িত্ব উপলব্ধি করিতেন এবং তাহাদের জন্য বরকতের উপাদান সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে যে বাচ্চারা এখন অবুঝ আছে তাহাদের পক্ষ হইতেও ওয়াকফে জদীদের ছয় টাকা চাঁদা (বর্তমানে ১২ টাকা) দিতেন তাহা হইলে আল্লাহতায়ালা বহু বহু বরকত অবতীর্ণ করিতেন। যাহাদের জ্ঞান কিছু পক্ক হইয়াছে তাহাদের সামনে মাতাপিতারা এই কথা তুলিয়া ধরিতেন যে আল্লাহতায়ালা এক দরিদ্র ভিখারীরূপে তোমাদের সামনে আসেন না (নউযুবিল্লাহ) বরং দয়ালু হিতৈষী এবং অনুগ্রহকারীরূপে তোমাদের নিকট আসেন এবং তোমাদেরকে বলেন যে, তাঁহার রাস্তায় অর্থ ব্যয় কর যদি তোমরা এই দুনিয়াতেই দশ বিশ হাজার গুণ অধিক ধন-সম্পদ লাভ করিতে চাহ। অতএব যদি সমস্ত আতফাল ও নাসেরাত ইহার প্রতি মনোনিবেশ করে তাহা হইলেও আমি মনে করি যে, সমস্ত বোঝা আমাদের আতফাল ও নাসেরাত নিজেরাই বহন করিতে পারিবে। অথবা আমাকে এইভাবে বলা উচিত যে, জামাতের সেই বাচ্চারা যাহাদিগের বয়স পনের বৎসর হয় নাই—এক মিনিট হইতে পনর বৎসর বয়স্ক যত ছেলে-মেয়ে

আল্লাহতায়ালা জামাতকে দান করিয়াছেন, যদি তাহাদিগের পক্ষ হইতে অথবা তাহারা নিজেরা (যদি তাহারা কিছু জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া থাকে) ওয়াকফে জদীদের জন্য ন্যূনকল্পে ছয় টাকা (বর্তমানে ১২) করিয়া দেয় (যাহা এমন বড় কিছু পরিমাণ টাকা নহে), তাহা হইলে আল্লাহতায়ালা তাহাদের বাল্যকাল হইতেই বরকতের উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দিবেন।

কোন কোন পরিবার বাচ্চাদের পক্ষ হইতে প্রথম মাস হইতেই ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়া আরম্ভ করিয়া থাকেন, অথবা কেহ কেহ দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া থাকেন এজন্য যে তাহারা বড় হইলে উহা যেন তাহাদের কাজে আসে। তবে বাংকে দেওয়া টাকা আর কতই বা বাড়িবে। উহার তো নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে; উক্ত পরিমাণে উহার সেখানে বৃদ্ধি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আল্লাহতায়ালার ভাণ্ডারে ত নষ্ট হইবার কোন আশংকা নাই-ই বরং বৃদ্ধি পাইবার এত উপকরণ রহিয়াছে যে তাহাদের পক্ষ হইতে আল্লাহর বাংকে আপনি যে একটি টাকা সংরক্ষণ স্বরূপ জমা দিবেন, তাহারা বড় হইলে সেই এক টাকার পরিবর্তে দশ হাজার অথবা সম্ভবত উহার অধিক প্রতিদান পাইবে।

তরুণদিগের পক্ষ হইতে চলতি বৎসরের জন্য চৌত্রিশ হাজার টাকার ওয়াদা হইয়াছিল। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে সমস্ত আহমদী বালক বালিকাকে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় নাই এবং সমস্ত আহমদী মাতা পিতারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের কল্যাণের প্রতি মনোনিবেশ করেন নাই কিন্তু ইহার এই অর্থও হয় যে, খোদার অনুগ্রহে সহস্র সহস্র এমন আতফাল ও নাসেরাত এবং ছোট বাচ্চাগণও ছিল যাহারা ওয়াকফে জদীদে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। চলতি বৎসর হইতে দশ মাস পার হইয়া গিয়াছে কিন্তু এখন পর্যন্ত ওয়াদার মোকাবেলায় আদায় অত্যন্ত কম এবং ইহা অতি চিন্তার কারণ। আপনারা বাচ্চাদিগের বাল্যকাল হইতে এই অভ্যাস করাইবেন না যে, তাহারা খোদার সহিত ওয়াদাতো করে, কিন্তু ইহা পূর্ণ করে না। আপনি তো তাহাকে এই অভ্যাস করাইবেন যে সে যখন আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা করে, তখন উহা যেন পূর্ণ করে। যদিও জমিন ও আসমান উহাদের স্থান হইতে সরিতে বাধ্য হয়, তথাপি আপনাকে তাহার হৃদয়ে এই চেতনা জাগ্রত রাখিতে হইবে যে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ীত অর্থ নষ্ট হয় না। বরং এক হইতে দশ হাজার গুণেরও অধিক ফিরিয়া পাওয়া যায়। যেরূপ আমাদের ইতিহাস উহার স্বাক্ষ্য বহণ করে।

এখন বৎসর শেষ হইতে দুই মাস অবশিষ্ট আমি অনুরোধ করিতেছি এবং ইহা আমার দৃঢ় আশা যে জামাত উক্ত বিষয়ের প্রতি অনতিবিলম্বে মনোনিবেশ করিবে এবং ১৫ই ডিসেম্বরের পূর্বে সকল ওয়াদা পূর্ণ করিয়া দিবে। তরুণ ও বয়স্ক উভয়ের ওয়াদা আদায়ের মধ্যেও যথেষ্ট কমী রহিয়াছে। আমাদের বাজেট ছিল প্রায় দুই লক্ষ সত্তর হাজার টাকা। আর আমাদের ওয়াদা হইয়াছিল প্রায় এক লক্ষ ৯৫ হাজার ৯ শত টাকা। দশ মাসের মধ্যে আমাদের আদায় হইয়াছে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার। ইহার অর্থ এই যে, কমপক্ষে আরো ৬০ হাজার টাকা এই দুই মাসের ভিতরে আদায় হওয়া উচিত এবং বাচ্চাদিগের

পক্ষ হইতে কমপক্ষে ১২ হাজার ৮ শত টাকা আদায় হওয়া উচিত। এই ১২ হাজার টাকা উক্ত ৬০ হাজার টাকার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ইহাতেও ওয়াকফে জদীদের প্রয়োজন পূর্ণ হয় না। কেননা মজলিসে শুরার সময় বন্ধুরা ইহা অনুভব করিয়াছিলেন যে আমাদের বেশী বেশী মুরুব্বী ও মোয়াল্লেমের দরকার। ওয়াকফে আরযীতে যে সকল বন্ধুরা জামাতগুলিতে যান তাঁহাদের অনেকে আমাকে পত্র লিখিয়াছেন যে অমুক জামাতের প্রয়োজন, আপনি এখানে কোন একজন মোয়াল্লেমকে পাঠান। আর আমি প্রত্যেক চিঠির উপর চিন্তিত হইয়া পড়ি। প্রয়োজন আছে, কিন্তু মোয়াল্লেম নাই। আমি মানুষ কোথা হইতে আনয়ন করিব? এবং আমি পূর্বে কয়েকবার আহ্বান জানাইয়াছি, এখন পুনরায় আহ্বান জানাইতেছি যে, ওয়াকফে জদীদকে মোয়াল্লেমও দিন। এমন মোয়াল্লেম দিন যাহারা প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের জীবন আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করিতে চাহেন। এমন মোয়াল্লেম নহে যাহারা ইহা মনে করে যে, পৃথিবীতে আর কোন স্থানে তাহাদের সুযোগ নাই, অতএব ওয়াকফে জদীদে যাইয়া মোয়াল্লেম হইয়া যাও। বরং বুদ্ধিমান, দোওয়াকারী, খোদা ও রসুলের প্রেমিক, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কোরআনের যে তফসীর বর্ণনা করিয়াছেন উহার প্রতি গভীরভাবে আশক্ত এবং মানব সেবায় একান্ত উৎসাহী ব্যক্তির মোয়াল্লেম রূপে প্রয়োজন। যাহার অন্তরে মানুষের জন্য আবেগ নাই সে মোয়াল্লেম হইতে পারে না। কেননা উহা নিশ্চিত সত্য যে পার্থীব ভাবে অথবা ধর্মীয় ভাবে আমরা আমাদের ভ্রাতাকে যাহাই দান করিয়া থাকি উহা সেবার আবেগেই হইয়া থাকে। ইহা ব্যতিরেকে আমরা দান করিতেই পারি না। নিজের সময়, অর্থ বা জীবন যাহাই হউক দেই না কেন, ইহ-লৌকিক কল্যাণের উদ্দেশ্যেই বা পারলৌকিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে, উভয় ব্যাপারই তখন ঘটিয়া থাকে যখন আমাদিগের হৃদয়ে সৃষ্ট জীবের সেবার জন্য উদ্দীপনা থাকে। যখন আমরা কোরআন শরীফের শিক্ষা দিয়া থাকি, যখন আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র বাণী কাহারো সামনে পেশ করিয়া থাকি, অথবা তাহার জন্য আমরা কোন পার্থীব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তাহার সহিত বাহির হই, উভয় অবস্থাতেই মানব সেবার অন্তর্নিহিত উৎসাহ উহার জন্য উদ্দীপক হইয়া থাকে। যদি ধর্মীয় কারণে বা পার্থিব কারণে মানব সেবার উদ্দীপনা থাকে, তবে আমরা তাহার কাজের জন্য তৎপর হইতে পারি না। সুতরাং আমাদের এরূপ নিঃস্বার্থ সেবায় আত্মনিয়োগকারী মোয়াল্লেমের দরকার। আগামী জানুয়ারীতে পরিকল্পনা রহিয়াছে প্রথম বৎসর অপেক্ষা অধিক লোক লওয়ার। তাহা হইলে ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় পূর্বের তুলনায় তাহাদের জন্য অধিক ব্যয় করিতে হইবে। উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী তাহাদের জন্য দুই লক্ষ সত্তর হাজার টাকার প্রয়োজন। ওয়াদা উহা হইতে প্রায় বাইশ হাজার টাকা কম আসিয়াছে। সুতরাং আমি আপনাদিগকে ইহা বলি যে, অগ্রসর হউন এবং আপনারা আপনাদের ওয়াদার সীমা অতিক্রম করিয়া সেই মার্গে উপনীত হউন যাহা জামাতের প্রয়োজনের মার্গ। আল্লাহতায়ালা আপনাদিগকে এবং আমাকে উহার তৌফিক দান করুন। [৩রা নভেম্বর ১৯৬৭ইং মসজিদে আকসা, রাবওয়ার প্রদত্ত]

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

সদর মুরুব্বী।

নবীন দল

– সরফরাজ অব্দুস সাত্তার

ওরে আহামদী কিশোর তরুণ নবীন দল,
আল্লার নামে হেঁকে তকবীর সামনে চল।

তোরা ই আজি শেরে খোদা খালিদ মুসা তারিক বীর,
ধর্মের লাগি সাত্যের তরে রাখবে সদা উচ্চ শীর।

ইমাম মাহদীর সৈনিক তোরা তবলীগ তোদের বন্দেগী,
খোদার পথে ধন ঐশ্বর্য পণ করেছিস জিন্দেগী।

পরীক্ষা আজ দিতে হবে ঈমানের বড় জোর,
শাসনে ভুলে, আল্লাহর প্রিয় দ্বীনের বোঝা স্কন্ধে আজ তোর।

মজবুত কর ঈমান ওরে দ্রুত চল সামনে আজ,
বিশ্রাম নহে এক্ষণে ভাই, এখনো বাকী হাজার কাজ।

ঘোর দুর্দিন চতুর্দিকে, সবাই আজি বেহুঁস ঘুমে,
দাজ্জালরূপী ইবলিস ওরে মহানন্দে নাচছে ভূমে।

চূর্ণ করি দাজ্জালিয়াত, নাশি মিথ্যা কালো,
জ্বালতে হবে ধরার বুকে দ্বীন ইসলামের আলো।

আল্লাহ্ পাকের প্রতিশ্রুতি বিজয় মাল্য পরবে গলে,
খেলাফতে একিন যার রাজ মুকুট তার পদতলে।

ডাকছে চল আকাশ বাতাস বলছে মরুর ধুলি,
শীঘ্র চল, হে মুজাহিদ, বাধা সংকট ভুলি।

আসুক না যত বাধ-বিঘ্ন ভয় কিসের ভাই বল,
ঈমানের-ই তপ্ত তেজে পাহাড় হবে জল।

রেখে গেছে মরুর তীরে হের উজ্জ্বল দিন,
মহাকাল বুকে চিরদিন রবে হবেনা মলিন।

তাদের পথ লক্ষ্য করি দ্রুত ফেল সামনে চরণ,
যুগে যুগে তোমার স্মৃতী জগতবাসী করবে স্মরণ।

কায়রো বিতর্ক ঃ দ্বিতীয় পর্যায়

হযরত মওলানা আবুল আতা জলন্দরী

সুসমাচারগুলির ক্রুশ বিদ্ধকরণ সংক্রান্ত বিবরণ

একটি নিরীক্ষা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৮) যীশুর আর্তনাদ করার এবং মন্দিরের পর্দা চেরার কাহিনী :

মথি লিখছেন :

"আর নয় ঘটিকার সময় যীশু উচ্চরবে আর্তনাদ করিয়া কহিলেন 'এলী, এলী, লামা সাবাক্তানী'..... এবং যীশু পুনরায় উচ্চরবে চীৎকার করিলেন..... আর দেখ মন্দিরের পর্দা উপর হইতে নীচ পর্যন্ত চিরিয়া দুইখণ্ড হইল, ভূমিকম্প হইল, শৈল সকল বিদীর্ণ হইল, এবং কবরগুলি উন্মুক্ত হইল আর অনেক নিদ্রাগত পবিত্র লোকের দেহ উত্থিত হইল" (মথি-২৭ : ৪৬-৫২)

মার্ক বলছেন :

"আর নয় ঘটিকার সময় যীশু উচ্চরবে চীৎকার করিয়া কহিলেন এলো-ই, এলো-ই লামা সাবাক্তানী".....এবং যীশু উচৈস্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিল.....আর মন্দিরের পর্দা উপর হইতে নীচ পর্যন্ত চিরিয়া দুই খণ্ড হইল।" (মার্ক-১৫ : ৩৪-৩৮)

লুক বলছেন :

"... ...যখন সূর্যের আলো নিস্প্রভ হইয়া আসিল, এবং মন্দিরের পর্দা মাঝামাঝি চিরিয়া গেল, তখন যীশু উচ্চ রবে চীৎকার করিয়া কহিলেন, "পিতঃ, তোমার হস্তে আমার আত্মা সমর্পন করিলাম।"..... (লুক-২৩ : ৪৫-৪৬)

যোহন এই আজগুবি ঘটনাগুলির কোনোটার পক্ষেই কোন সাক্ষ্য দান করছেন না। যোহানে এই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলীর কোন উল্লেখ না থাকায়, এবং প্রয়োজনের সময়ে তলব করলে যদি তা গরহাজির থেকেই যায়, তাহলে গোটা আলামতটাই ঝুটা প্রতিপন্ন হয়। তাছাড়া, এ ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী বর্ণনাও আছে সংক্ষেপিত কু মাচারগুলিতে। যীশুর "উচৈস্বরে আর্তনাদ এবং মন্দিরের পর্দা উপর হইতে নীচ পর্যন্ত চিরিয়া দুই খণ্ড হওয়ার" মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছেন মার্ক। লুক বলছেন, পর্দা চিরে গেল 'মাঝ মাঝি'—"উপর হইতে নীচ পর্যন্ত"- নয়। মথি এতটুকুতেই খুশী নন, তিনি আরও বলছেন,—'ভূমিকম্প হইল, শৈল সকল বিদীর্ণ হইল, এবং কবরগুলি উমুক্ত হইল, এবং নিদ্রাগত সাধুগনের দেহ উত্থিত হইল, এবং বাড়ীতে ফিরিয়া গেল'—। যদি মথির বর্ণনাকেই ছহী বলে ধরে নেওয়া

হয়, তাহলে অন্যেরা ইতিহাসের এমন সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীকে চেপে যাওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত হবেন। পক্ষান্তরে, অন্যেরা তাদের বয়ানে সত্যভাষী হলে, মথির বয়ান বানোয়াট কেচ্ছা ছাড়া আর কিছুই হয় না। আসলে এগুলো হচ্ছে, অন্তসারশূন্য উর্বর মস্তিষ্কের ব্যর্থ চালাকী। পরবর্তী বয়ানটাই, বংশাবলির মতে, সত্য। সুতরাং, আপোষের মধ্যে অনৈক্য, অসত্য, এবং পরস্পর বিরোধিতা সাকুল্য প্রমাণটাকেই বাতিল করে দিয়েছে।

(৯) যীশু আর্তনাদ করে উঠেছিলেন পর্দা চেরার আগে না কি পরে?

মথি ও মার্কে আছে যীশু আর্তনাদ করেছিলেন দু'বার,—কিন্তু লুক বলছেন একবার। পুর্বোক্ত দু'জন বলছেন, যীশু "এলো-ই, এলো-ই সাবাক্তানী"—বলেছেন ক্রুশের উপরে। লুক তা বলছেন না। যোহন গোটা ব্যাপারটাই ছেড়ে দিয়াছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে—যীশুর আর্তনাদ সম্পর্কে দু'জন একমত। আর লুকের সাক্ষ্য হলো যীশু এস্থলে বলেছেন—"তোমার হস্তে আমার আত্মা সমর্পন করিলাম"—কিন্তু এই কথাটার উল্লেখ অন্য দু'জনের বর্ণনায় নেই। যীশুর দ্বিতীয় বারের চীৎকার এবং তাঁর আত্মা সমর্পনের ঘটনা আগে ঘটেছিল—এ সম্পর্কে এই রিপোর্টারেরা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা দান করছেন। লুক বলছেন, পর্দা ছিড়ে ছল আগে এবং যীশু আর্তনাদ করেছিলেন পরে—কিন্তু মথি ও মার্ক বলছেন, পর্দা চিরে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছিল যীশুর চীৎকার করার পরে তো বটেই, তাঁর মৃত্যুরও পরে। (ক্রমশঃ)

অনুবাদ: অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

জরুরী সার্কুলার

জনাব প্রেসিডেন্ট সাহেবান, ও আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু।

লাজেমী চাঁদার চলতি মালী সাল আগামী ৩০শে এপ্রিল তারিখে শেষ হইতেছে। হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) চলতি সালের বাজেটকৃত টাকা আগামী ১০ই মে'র মধ্য পুরা করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন।

সুতরাং নির্দ্ধারিত তারিখের মধ্যে আপনাদের জামাতের লাজেমী চাঁদার বাজেটের সম্পূর্ণ টাকা অত্র কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠাইয়া আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ হাসেল করুন। ওয়াসসালাম,

খাকসার—

মোহাম্মদ,

আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, ঢাকা

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৪০)

ঐশী সাহায্য : পাঁচটি অপরিহার্য বিষয় :

ঐশী সাহায্য সম্বন্ধে অনেক সময় সন্দেহ করা হয়ে থাকে। যেমন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সাফল্য কি সেই সব ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয় না যে সব ক্ষেত্রে সাফল্যের কোন আশাই ছিল না? প্রচণ্ড অসুবিধা এবং বাধা-বিঘ্ন থাকা স্বত্বেও কি মানুষ মহা সাফল্যের অধিকারী হতে পারে না? দৃষ্টান্ত স্থলে নাদির শাহ একজন মেষপালক ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি তো বিখ্যাত ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হয়েছেন। নেপোলিয়ন দরিদ্র এবং বিকলাঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও দিগ্বিজয়ী হয়েছিলেন এই সব মহাবিজয়ের অধিকারীদের সম্বন্ধে কি বলা যেতে পারে যে, তাঁরা নিজ নিজ কাজের জন্য আল্লাহতা'লা কর্তৃক মনোনীত হয়েছিলেন? তাঁদের সাফল্য ও বিজয়ের মূলে কি ঐশী সাহায্য এবং মহিমা অন্তর্ভুক্ত ছিল? এই সকল প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাহ'লে নৈসর্গিক কারণে কোন এক ব্যক্তির সাফল্য লাভ এবং আল্লাহ্‌তা'লার সাহায্য ও সমর্থন-পুষ্ট অন্য এক ব্যক্তির সাফল্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের উপায় কি? এই সকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর রয়েছে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ) হওয়ার যিনি দাবী করেছেন অর্থাৎ হযরত মীর্যা সাহেবের সাফল্য ও বিজয় লাভের মধ্যে। হযরত মীর্যা সাহেবের সাফল্য সম্বন্ধে পাঁচটি অতুলনীয় বিষয় নিম্নরূপ ছিল :—

(১) তিনি প্রথম থেকেই দাবী করেন যে, ভবিষ্যদ্বাণী সমূহে উল্লিখিত 'প্রতিশ্রুত মসিহ' (মসীহ মওউদ) রূপে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে মনোনীত করেছেন। তাঁর এই দাবী যদি নিতান্তই বানোয়াট হয়ে থাকতো, তা'হলে অল্প দিনের মধ্যেই আল্লাহতা'য়ালার চিরন্তন বিধি অনুযায়ী তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হতেন, যেভাবে পবিত্র কুরআনে সূরা আল-হাক্কাতে (৪৫-আয়াতে) মিথ্যা দাবীকারকের পরিণতি সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে ;

(২) হযরত মীর্যা সাহেবের সাফল্য লাভের অনুকূলে কোন প্রকার স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা ছিল না ; পক্ষান্তরে

(৩) তাঁকে সার্বজনীন তথা সকল স্তর এবং পর্যায় থেকে কঠোর বিরোধিতার মোকাবেলা করতে হয়েছে ; কিন্তু এতদসত্ত্বেও

(৪) তিনি মানুষকে তাদের প্রচলিত বিকৃত ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে শিক্ষা দিয়েছেন, এবং তারপরও

(৫) তিনি মহাসাফল্য লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন।

উপরিল্লিখিত পাঁচটি অপরিহার্য বিষয় গুলোকে একত্রে বিবেচনা করে এগুলোর আলোকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, কোন মিথ্যা দাবীকারকের বা মিথ্যা নবীর মধ্যে এগুলো একত্রে পাওয়া সম্ভব নয় নাদীর শাহ অথবা নেপোলিয়ন পূর্ব থেকে কোন দাবী পেশ

করেন নাই, তাঁরা ঐশী সাহায্য ও সমর্থন সম্বন্ধেও কোন ভবিষ্যদ্বাণী করেন নাই।

বাহাঈ ধর্মের প্রবর্তক বাহাউল্লাহ সম্বন্ধে সন্দেহের প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। কিন্তু প্রকৃত মুসলমানদের জন্য এই সকল সন্দেহ সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সত্যাসত্য নিরূপণের মাপ-কাঠিই যথেষ্ট। সেই সঙ্গে তাদের জন্য সহজ বিষয় এই যে, বাহাউল্লাহ পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুযায়ী আল্লাহর কোন নবী বা বার্তাবাহক হওয়ার দাবী করেন নাই—যেভাবে কোন একজন রক্ত-মাংসবিশিষ্ট মানুষ আল্লাহতা'লার কাছ থেকে সংবাদ লাভের দাবী করে থাকেন। পক্ষান্তরে, বাহাউল্লাহ নিজেকে খোদার বাণীবাহক রূপে নয়, স্বয়ং খোদায়ী দাবী করেছেন। অর্থাৎ তিনি অন্য কারো কাছ থেকে সংবাদ বা যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন নাই। তার ধারণা মতে, তার কথাবার্তাই ঐশী গুণ-সম্পন্ন ছিল, অর্থাৎ তার কথাই খোদার কথা, তার চিন্তা-ভাবনাই খোদার চিন্তা-ভাবনা। এই ধরণের দাবী-কারকেরা পূর্বোল্লিখিত মাপকাঠি যা পবিত্র কুরআনে (সূরা আল-হাক্কা ৪৫-৪৭) বর্ণিত হয়েছে তার আওতায় আসে না। মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী আঃ) হওয়ার দাবীকারক হযরত মীর্যা সাহেবের দাবীর মূলও যেমন আল্লাহতা'লার নির্দেশ ছিল তেমনিভাবে প্রতি পদে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ-তা'লা তাঁকে অফুরন্ত সাহায্য এবং মহাসাফল্য দ্বারা বিভূষিত করেছেন। আজ পৃথিবীব্যাপী আধ্যাত্মিক বিজয়ের যে মহান শান্তিবাদী আন্দোলন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে তার মহান প্রতিষ্ঠাতা হলেন এই মহাপুরুষ—হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ আঃ)। (ক্রমশঃ)

('দাওয়াত-উল আমীর' গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ 'Invitation-এর ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

".....অতঃপর তোমাদের মধ্যে যাহারা উপস্থিত আছ এবং যাহারা অনুপস্থিত আছ, প্রত্যেককেই আমি তাগিদ করিতেছি যে, নিজ ভ্রাতাগণকে চাঁদা সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দাও। প্রত্যেক দুর্বল ভাইকেও চাঁদার মধ্যে সামিল করিয়া নাও। এমন সুযোগ আর আসিবে না। এই জমানা কতইনা বরকতময়। কাহারো নিকট জীবন দেওয়ার ডাক আসে না। এই জমানা জীবন দিবার নয় বরং সম্পদকে শক্তি অনুসারে ব্যয় করিবার জমানা।"

[হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)—'আলহাকাম', ১০ই জুলাই, ১৯০৩]

"আল্লাহতায়ালা আমাকে বলিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত লোকের সাথেই আমার সম্বন্ধ যাহারা আল্লাহর পথে খরচ করিতে ব্যস্ত থাকে।"

[হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) —'তবলীগে রেসালত']

সংবাদ

জামাত আহমদীয়ার ৬০তম আন্তর্জাতিক মজলিসে শুরা (পরামর্শ সভা) অনুষ্ঠিত

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর জ্ঞানগর্ভ ও ঈমানবর্ধক উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ ও সকরুণ ইজতেমায়ী দোওয়া

পাকিস্তানের জামাতসমূহ ব্যতীত আমেরিকা, সুইটজারল্যাণ্ড, ঘানা, সিয়েরালিওন ইণ্ডোনেশিয়া এবং বাংলাদেশের বিশিষ্ট প্রতিনিধিবর্গের যোগদান।

আল্লাহতা'য়ালার ফজল ও করমে জামাত আহমদীয়ার ৬০ তম আন্তর্জাতিক মজলিসে শুরা (পরামর্শ সভা) ৫০শে মার্চ ও ১লা এবং ২রা এপ্রিল ১৯৭৯ ইং রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার রাবওয়া'য় অত্যন্ত সফলতার সাঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

এবার পাকিস্তান ও বহির্দেশের জামাতসমূহের ৫৫০ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। এতদ্ব্যতীত, বিভিন্ন জামাত হইতে আগত ১৯৩৫ জন ভ্রাতা ও ভগ্নি দর্শক ও শ্রোতা হিসাবে শুরা-হাল—"ইওয়ানে মাহমুদ" এর গ্যালারীতে বসিয়া সভার কার্যক্রম শ্রবণ করেন। বিগত বৎসর এইরূপ যায়েরগণের সংখ্যা ছিল ১২৬৪। চারিশত মহিলা যায়েরের জন্য উপরের গ্যালারীতে পর্দার সহিত পৃথক ব্যবস্থা করা হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, এ বৎসর পাকিস্তান ব্যতীত অন্য ছয়টি দেশ অর্থাৎ আমেরিকা, সুইটজারল্যাণ্ড, সিয়েরালিওন, ঘানা, ইণ্ডোনেশিয়া এবং বাংলাদেশ হইতে বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণও শুরায় যোগদান করেন। বাংলাদেশ হইতে মোহতারম মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব, আমীর বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়া এবং জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঞা, সেক্রেটারী ওসিয়ত (বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া) যোগদানের তওফিক লাভ করেন।

তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত মজলিসে শুরা হযরত আমিরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর ঈমান উদ্দীপক ভাষণ ও ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে শুরু হয় এবং চারিটি অধিবেশনে অব্যাহত থাকার পর আমীরুল মুমেনীন (আইঃ)-এর সমাপ্তি ভাষণ ও দোওয়ার দ্বারা সমাপ্ত হয়।

হুজুরের জ্ঞান গর্ভ ও ঈমান বর্ধক ভাষণদ্বয় এবং শুরার অন্যান্য কার্যসূচীর বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ্, আহমদীর আগামী সংখ্যায় পরিবেশন করা হইবে।

শেখেরগাঁয়ে জামাত আহমদীয়ার ২য় বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত

আল্লাহতায়ালার ফজল ও করমে ঠিক এক বৎসর পূর্বে শেখেরগাঁয়ে জামাত আহমদীয়ার ১ম জলসা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এবার ২য় বার্ষিক জলসাও সেখানের পরম শ্রদ্ধেয় জনাব হাফেজ শেখ আব্দুল কাদের, পীর সাহেবের উদ্যোগে তাঁহার বাড়ীতে ১লা এপ্রিল ১৯৭৭নং রোজ রবিবার বেলা ২ ঘটিকা হইতে মাগরিব পর্যন্ত অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। আল-হামদুলিল্লাহ।

উক্ত জলসায় স্থানীয় ও আশেপাশের দূরদূরান্ত গ্রাম, এমনকি ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ হইতে আগত প্রায় চারিশত লোকের সমাগম হয়। সুবিস্তৃত প্রাঙ্গনে সুসজ্জিত ষ্টেজ ও শামিয়ানা এবং লাউডস্পিকারের সুব্যবস্থাধীনে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী জনাব উজির আলী সাহেবের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন জনাব ক্বারী মাহফুজুল হক সাহেব। তেলাওয়াতকৃত অংশের বাংলা তরজমা করিয়া শুনান মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ। অতঃপর তাঁহার পরিচালনায় ইজতেমায়ী দোওয়া অনুষ্ঠিত হয়। তারপর হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর একটি উর্দু কবিতা সুললিত কণ্ঠে পাঠ করিয়া শোনান জনাব হাবিবুল্লাহ সাহেব। অতঃপর হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমনকাল ও লক্ষণাবলী এবং সত্যতার প্রমাণ বিষয়ে বিস্তারিত ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রাখেন মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী, ঢাকা। তারপর ওফাতে মসীহ ও খতমে নবুওত বিষয়ে সদর মুয়াল্লেম জনাব মৌঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব সুবিস্তারিত বক্তৃতা দান করেন। অতঃপর ঢাকা জামাতের আমীর জনাব মৌঃ মকবুল আহমদ খান সাহেব একটি মর্মস্পর্শী ভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর প্রশ্ন-উত্তরে কিছুক্ষণ মনোজ্ঞ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ইহার এক পর্যায়ে মোহতারম হাফেজ আব্দুল কাদের পীর সাহেব জামাত আহমদীয়ার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সত্যতা এবং ওফাতে ঈসার বিষয়ে একটি সারগর্ভ ভাষণ দান করেন। অতঃপর মোহতারম জনাব ডঃ আব্দুস সামাদ খান সাহেব হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বয়েত গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত জামাতে দাখিল হওয়ার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বিষয়ে এক যুক্তিপূর্ণ ও ঈমান উদ্দীপক ভাষণ দান করেন।

অতঃপর সভার ব্যবস্থাপক কমিটির পক্ষ হইতে শ্রদ্ধেয় পীর সাহেবের সুযোগ্য জামাতা জনাব নুরুল হক সাহেব সকল উপস্থিত বৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন। অতঃপর মাননীয় সভাপতি সাহেবের ভাষণ ও ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে এই বরকতপূর্ণ মহতি জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৫তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

আল্লাহতায়ালার অপার অনুগ্রহে তারুয়া জামাতে আহমদীয়ার ৪৫তম সালানা জলসা ৭ই ও ৮ই এপ্রিল ১৯৭৯ইং তারিখে রোজ শনি ও রবিবার স্থানীয় আহমদীয়া মসজিদ প্রাঙ্গনে সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। দুই দিন ব্যাপী তিনটি অধিবেশনে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ, আল্লাহ্ প্রাপ্তির উপায় ও পথ, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব, ওফাতে-ঈসা (আঃ), খতমে নবুয়ত, আহমদীয়া জামাত কর্তৃক বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার, ইসলামে খেলাফতের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন সর্ব জনাব মৌঃ সৈয়দ এজাজ আহমদ, সদর মুরুব্বী, মৌঃ মুহিবুল্লাহ, সদর মুরুব্বী, মৌঃ ছলিমুল্লাহ, সদর মুয়াল্লেম, মোস্তফা আলী সাহেবান প্রমুখ।

স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট ও কর্মকর্তাবৃন্দ এবং আনসার-খোদ্দাম-আতফাল অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া জলসার সর্বাঙ্গীন ব্যবস্থা সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন করার তওফিক লাভ করেন। আল্লাতায়ালা সকলকে ইহার উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমিন।

রংপুর ও শ্যামপুর আঞ্জুমানে আহমদীয়াদ্বয়ের সালানা জলসা :

রংপুর ও শ্যামপুর উভয় আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা যথাক্রমে ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল রোজ শনি ও রবিবার অনুষ্ঠিত হইতেছে। উভয় জলসার বিস্তারিত সংবাদ ইনশাআল্লাহ আহমদীর পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

সংকলন : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ
সদর মুরুব্বী।

শুভ বিবাহ ও দোয়ার আবেদন

বিগত ৩০শে মার্চ ১৯৭৯ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুম্মা আহমদী পাড়া নিবাসী মরহুম আবদুল হেকীম সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র জনাব এ, বি এম, শফিউল আলম (বরকত) কায়েদ মজলিশ খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) এর শুভ বিবাহ ঘটুরা জামাতের অন্তর্ভুক্ত। সুন্দিপুর নিবাসী জনাব আব্দুল হক সাহেবের ২য় কন্যা মোসাম্মৎ রাশেদা বেগম সাহেবার সহিত ১১০৯৯ (এগার হাজার নিরানব্বই) টাকা দেন মোহরে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মসজিদ মোবারকে সুসম্পন্ন হয়।

জনাব মৌলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব উক্ত বিবাহের এলান করেন এবং উপস্থিত সকল মোমিন ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের সসম্ভ্রমে উক্ত বিবাহ বা বরকত হওয়ার জন্য ইজতেমায়ী ভাবে দোয়া করেন।

সকল আহমদী ভাই বোনদের খেদমতে দ্বীন ও দুনিয়াবী দিক দিয়া এই বিবাহ বা বরকত হওয়ার জন্য বিশেষ ভাবে দোয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

ভুট্টোর ফাঁসি

৪ঠা এপ্রিল ১৯৭৯ইং মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রি আড়াইটায় রাওয়ালপিণ্ডির কারাগারে পাকিস্তানের সাবেক প্রধান মন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

বিবিসি জানায়, অনুকম্পার সকল আবেদন নাকচ করিয়া পাকিস্তান সরকার সূর্যোদয়ের আগেই অন্ধকারে জনাব জুলফিকার আলীকে ফাঁসি দিয়াছেন। ফাঁসির রজ্জু হইতে জনাব ভুট্টোর লাশ খুলিয়া একটি সামরিক যানযোগে রাওয়ালপিণ্ডি বিমান বন্দরে লইয়া যাওয়া হয়। বিমান যোগে লাশ সিন্ধু প্রদেশে জনাব ভুট্টোর গ্রামের বাড়ীতে পাঠানো হয়। সেখানে কয়েকজন দূরআত্মীয়ের উপস্থিতিতে অনেক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বাদ দিয়াই তারাগুড়ার মধ্যে লাশ দাফন করা হয়।

জনাব ভুট্টো মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হওয়ার চারি মাস পূর্বে ৫২ বছরে পদার্পন করিয়াছিলেন। ১৯৭৭ সালে জেনারেল জিয়াউল হক ক্ষমতা দখলের পর জনাব ভুট্টোর বিরুদ্ধে লাহোর হাইকোর্টে হত্যা ষড়যন্ত্র ও নরহত্যার অভিযোগের একটি মামলা দায়ের করা হয়। দীর্ঘ দিন মামলা চলার পর হাই কোর্ট জনাব ভুট্টোকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রাণদণ্ড দেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপিল করা হয়। কিন্তু সুপ্রীমকোর্টও সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা বহাল রাখেন। বিশ্বের অসংখ্য রাষ্ট্র প্রধান ও বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থার পক্ষ হইতে ভুট্টোর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের পুনঃ পুনঃ আবেদন সত্বেও পাকিস্তান সরকার শেষ পর্যন্ত জনাব ভুট্টোর প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকর করেন।

শুভ বিবাহ

১৬ই মার্চ ১৯৭৯ ইং শুক্রবার বাদ নামাজ মাগরিব চট্টগ্রামের সোলশহর নিবাসী চৌধুরী আজিজুর রহমান সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা বেগম আমাতুল্লাহ চৌধুরীর সহিত মুনশীগঞ্জের রমজানবেগ নিবাসী জনাব মাষ্টার মোহর আলী সাহেবের ৪র্থ পুত্র জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাই সাহেবের বিবাহ ১৪,০০০ (চব্বিশ হাজার) টাকা দেন মোহর ধার্যে স্থানীয় আহমদীয়া মসজিদে সুসম্পন্ন হয়

বিবাহ পড়ান রাবওয়া হইতে আগত মোহতারম মৌলানা আব্দুল মালেক খান সাহেব, নাজের ইসলাহ ও ইরশাদ। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট উক্ত বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য খাসভাবে দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত বয়াত (দীক্ষা) গ্রহনের দশ শর্ত্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহর সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনে অনুশাসন যোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রান, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইং

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাত'মল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md F. K Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A H Mukammad Ali Anwor